যুগান্তর

অনুসন্ধানে নেমেছে প্রতিযোগিতা কমিশন

কারসাজি ৬০ পণ্য ও সেবায়

ঋণের সুদহার, নিত্যপণ্য, ওষুধ, চিকিৎসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফিসহ বিভিন্ন পণ্য-সেবার মূল্য পর্যালোচনা করে আইনগত ব্যবস্থা

মিজান চৌধুরী

২১ ডিসেম্বর ২০২১, ০০:০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

সিঙ্গেল ডিজিটে ঋণের সুদহার নির্ধারণের পরও তা কার্যকর করছে না অনেক ব্যাংক। পাশাপাশি জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার অজুহাতে অস্বাভাবিকভাবে বাড়ানো হয়েছে গণপরিবহণের ভাড়া। আবার বিশ্ববাজারে এই মুহূর্তে জ্বালানি তেলের দাম কমলেও এর প্রভাব পড়েনি এ ভাড়ায়। একইভাবে চরম বিশৃঙ্খলা চলছে চিকিৎসা খাতে। রোগীদের জিম্মি করে বেসরকারি হাসপাতালগুলো বড় অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে আইসিইউ, সিসিইউ ও লাইফ সাপোর্টের নামে। অর্থাৎ, পণ্যের বাজার ও সেবা খাত নিয়ন্ত্রণ করছে একশ্রেণির অসাধু চক্র। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ভোক্তারা রীতিমতো অসহায়। এমন পরিস্থিতিতে নিত্যপণ্য, ওষুধ ও ব্যাংকিং খাতসহ ৬০টি পণ্য ও সেবার অযৌক্তিক মুনাফার কারণ শনাক্ত করতে অনুসন্ধানে নেমেছে প্রতিযোগিতা কমিশন। পণ্য ও সেবার মূল্য পর্যালোচনা করে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে পাওয়া গেছে এসব তথ্য।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারম্যান মো. মফিজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, মার্কেট প্রতিযোগী করে গড়ে তুলতে ৬০টি পণ্য ও সেবার ডেটা সংগ্রহ করেছে কমিশন। সঠিক তথ্য হাতে আসার পর খতিয়ে দেখা হবে সেখানে নির্দিষ্ট কোনো পণ্য নিয়ে সিন্ডিকেট বা অসাধু উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে কি না। তিনি আরও বলেন, যে কোনো পণ্যের বাজারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আগে ওই পণ্যের মার্কেটের তথ্য থাকতে হবে। তার অভিমত-বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে পারলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের দাম এমনিতেই ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কমে যাবে।

কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান যুগান্তরকে বলেন, ৬০টি পণ্য ও সেবার তথ্য সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা কমিশন যে সক্রিয় হয়ে উঠছে, এটি আশার কথা। কমিশনকে যে আইনি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিলে বাজারে যে অসাধুতা আছে, তা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

প্রতিযোগিতা কমিশন সূত্রে জানা যায়, নির্দিষ্ট পণ্যের নির্দিষ্ট সিন্ডিকেট প্রতিরোধ করতে আটটি খাতে ৬০টি পণ্য ও সেবার ওপর অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য-ভোজ্যতেল, চিনি, চাল (মোটা ও সরু) ছোলা, খেজুর, গম, আটা. পেঁয়াজ, রসুন, আদা, শিশুখাদ্য, দুধ (গুঁড়া ও তরল), লবণ, মসুর ডাল, আলু ও সাবান। আরও আছে গরুর মাংস, বয়লার মুরগি, ডিম, আমদানীকৃত ফল, প্যাকিং ফুড, তামাকজাত পণ্য এবং কনডেন্স মিল্ক।

এসব পণ্যের আমদানি তথ্য, যেসব দেশ থেকে কেনা হচ্ছে, সেখানের বিক্রয়মূল্য, এসব পণ্যের বার্ষিক মোট চাহিদা, কোন কোন কোম্পানি কতটুকু আমদানি এবং বাজার দখল করে আছে তা সংগ্রহ করা হবে।

কমিশনের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, তথ্য সংগ্রহের পর বিশ্লেষণ করে দেখা হবে বাজার কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়া চলছে কি না। সেখানে কোনো সিন্ডিকেটের কারসাজি আছে কি না। পাশাপাশি নতুন ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা এ খাতে প্রবেশ করতে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে কি না-সেটিও অনুসন্ধানে তুলে আনা হবে। এরপর নেওয়া হবে আইনগত ব্যবস্থা।

কমিশন সূত্র আরও জানায়, দেশে স্বাস্থ্য খাতে একধরনের বিশৃঙ্খলা চলছে। বাজারে অতিপ্রয়োজনীয় ওষুধের মূল্য নেওয়া হচ্ছে ইচ্ছামতো। এছাড়া বেসরকারি হাসপাতালগুলোয় রোগীদের জিম্মি করে আদায় করা হচ্ছে আইসিইউ ও সিসিইউ এবং লাইফ সাপোর্ট চার্জ। ফলে ওষুধের বাজারে প্যারাসিটামল, এজিথ্রোমাইসিন, অ্যামক্সিসিলিন, হাইড্রোক্সসাইড গ্রুপ, অমিপাজল গ্রুপ, আমদানীকৃত ওষুধের (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৫টি) তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

হার্টে রিং বসানো চার্জ ও সিজারিয়ান অপারেশন চার্জের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হবে। এসব চার্জ কীভাবে আদায় করছে, কোনো নীতিমালা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ নিরূপণে পরীক্ষা (ইসিজি, এমআরআই, লিপিড প্রোফাইল, এক্সরে, সিবিসি, ক্রিয়েটিনিটি, আল্ট্রাসনোগ্রাম ও সিটি স্ক্যান) ফির বিষয়ে অনুসন্ধান করা হবে।

এছাড়া পরিবহণ খাতের মধ্যে রয়েছে আন্তঃজেলা যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ ব্যয়; বাস, ট্রাক ও লঞ্চ ভাড়া, কৃষি পণ্যের মধ্যে ধান, বীজ ও কীটনাশক, পশুখাদ্য ও চা। শিল্পপণ্যের মধ্যে পোলট্রি ফিড, ফিসফিড, বৈদ্যুতিক কেবল ও অ্যাপ্লায়েন্স, চামড়া, সুতা, রড, সিমেন্ট, মিনারেল ওয়াটার, এনার্জি সেভিং বাল্ব, টিসু পেপার, মুদ্রণসামগ্রী-কাগজ, কালি, বোর্ড ও ছাপা দরের ওপর ডেটা সংগ্রহের আওতায় আনা হবে। আর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে-ব্যাংকঋণের সুদের হারসহ গ্রাহকসেবার চার্জ, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মোবাইল ব্যাংকিং এবং শিক্ষা খাতের মধ্যে বেসরকরি শিক্ষা খাতের টিউশন ফি, সেশন ফি ও উন্নয়ন ফি।

বাণিজ্য খাতে রয়েছে-বোতলজাত এলপিজি, ক্লিয়ারিং এবং ফ্রেইট ফরওয়াডিং, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও ই-কর্মাস ফুড ডেলিভারি সার্ভিস। এছাড়া আইটি খাতে কম্পিউটার এক্সেসরিজ, ইন্টারনেট সার্ভিস (ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল ইন্টারনেট)। আর কেবল নেটওয়ার্ক, মোবাইল ফোন অপারেটর, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, কম্পিউটার, রাউডারের ডেটা সংগ্রহ করা হবে।

এসব বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রতিযোগিতা কমিশন থেকে ৯টি টিম গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতি টিম সর্বোচ্চ ১০টি পণ্যের বাজার অনুসন্ধানে নেমেছে। তবে পণ্য ও সেবার তথ্য অনুসন্ধানে প্রথম ও দ্বিতীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক পণ্যের তালিকা করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা কমিশনের টিমগুলো প্রথম অগ্রাধিকার পণ্য ও সেবা নিয়ে কাজ করবে। কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, প্রতিটি খাতে পণ্যের মূল্য ও ব্যয় নির্ধারণের নেই কোনো নীতিমালা। এছাড়া অভিভাবকদের একধরনের জিম্মি করে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে ইচ্ছামতো বিভিন্ন ফি ও চার্জ। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার ঠিক করতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে সংশ্লিষ্টরা। ওষুধের বাজারের মূল্যস্ফীতির চাপে অসুস্থ রোগীদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দেশের ১৬ কোটি ভোক্তার বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি না থাকায় চলছে চরম বিশৃঙ্খলা।

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯